MAR. 31 2002
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬....
দৈনিক জনকণ্ঠ

শেরপুরে বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে তিন কোটি টাকা লোপাট!

রুল ইসলাম লিটন, *শেরপুর থেকে*

শেরপুরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের আওতায় গৃহীত বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে সরকারের তিন কোটি টাকা লোপাট করা হয়েছে। ভুয়া কেন্দ্র এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান দেখিয়ে ৩০/৩৫টি এনজিও প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীর যোগসাজশে এ পরিমাণ অর্থ আত্মসাত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে শিক্ষায় অনগ্রসর এ জেলার গ্রামাঞ্চলের মানুষ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়নি। একটি সূত্র জানায়, ১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত জেলা সদরসহ ৪টি উপজেলায় এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামগঞ্জে তিন হাজার আট শ' ৯০টি কেন্দ্র খুলে এক লাখ ১৬ হাজার বয়স্ক মানুষকে সাক্ষরদানসহ বইপুস্তক পড়ার মতো জ্ঞানসম্পন্ন করে তুলেছে বলে কাগজে কলমে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা নেই। সূত্র মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুয়া কেন্দ্র এবং পাঠদানের ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে বিল ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাত করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, শেরপুর সদরে পাঁচ শ', ন্যালিতাবাড়িতে নয় শ', নকলায় সাত শ' বিশ এবং ঝিনাইগাতীতে এক হাজার সাত শ' সত্তরটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র দেখানো হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রেই ৩০ জন করে পুরুষ অথবা মহিলা শিক্ষার্থীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাথাপিছু প্রায় পাঁচ শ' টাকা করে খরচ বরাদ্দ ছিল। কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষাদানের নামে অন্তত পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে এই কয়েক বছরে।

সূত্র মতে, কোথাও কেন্দ্র খোলা হলেও এক-দুই মাসের বেশি স্থায়িত্ব পায়নি। ভুয়া কেন্দ্র এবং পাঠদানের কাহিনীতেই শেষ নয়– এ প্রকল্পের পরবর্তী স্তরগুলো আরও বিস্ময়কর। এলাকার নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ভুয়া মুল্যায়ন পরীক্ষা এবং নম্বরপ্রাপ্তিসহ সনদপত্র বিতরণও দেখানো হয়েছে কাগজে-কলমে। বাস্তবে শিক্ষার্থীরা এসবের কিছুই জানে না।

সূত্র জানায়, এনজিওগুলো ছাড়াও সরকারের স্থানীয় এবং অধিদফতরের উচ্চ পর্যায়ের অসাধু একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী এসব লুটপাটে সহযোগিতা করে। সূত্র মতে, এই শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য শুরুতেই এনজিও সিলেকশনে ঘুষ-দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু প্যাড-সিলসর্বস্ব দেশের বিভিন্ন স্থানের এনজিওরাও নগদ নারায়ণের বিনিময়ে এই এলাকায় কাজ পেয়ে যায়। বাস্তবে এলাকায় এসব এনজিওর কোন ঠিকানা বা অফিস পর্যন্ত ছিল না। বলা যায়, এ প্রকল্পের সব আয়োজনই প্রহসনে পরিণত হয়।

সূত্র জানায়, শিক্ষা কোর্সের প্রথম ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর পরবর্তী চার মাস অব্যাহত শিক্ষার নামে চূড়ান্তভাবে প্রকল্পের অর্থ আত্মসাত করা হয়েছে। ঐ চার মাস প্রতিটি কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রমোশনাল পুস্তিকা, দৈনিক পত্রিকাসহ বিভিন্ন উপকরণ বরাদ্দ ছিল। এভাবে প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য মাসে এক হাজার ছয় শ' টাকা করে খরচ দেখানো হয়েছে ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে।

সূত্র মতে, সীমান্তবর্তী ঝিনাইগাতী উপজেলাতে সবচেয়ে বেশি জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে এই প্রকল্পের কাজে। হিসাব অনুযায়ী সেখানকার পাঁচটি ইউনিয়নে ৫৩ হাজার একশ' জন বয়স্ক লোক নিরক্ষরমুক্ত হওয়ার কথা। এখানে ৩০/৩২টি এনজিও কাজ করেছে।

ঝিনাইগাতীর নলকুড়া ইউনিয়নের ভালুকা উত্তরপাড়ার তারা মিয়া জানান, তাঁর বাড়িতে কেন্দ্র খুলেছিল একটি এনজিও। দুই মাস পরেই এটি বন্ধ করে দেয়া হয়। ঐ সংগঠনটি এলাকায় ১৫টি পুরুষ কেন্দ্র এবং ১৫টি মহিলা কেন্দ্র দেখায় কাগজপত্রে। একই ইউনিয়নের দক্ষিণ ডেফলাই বশিরের বাড়ি এবং স্যাটেলাইট স্কুলেও কেন্দ্র খুলে বন্ধ করে দেয়া হয়। এভাবে পুরো এলাকায় এনজিওটি লোক দেখানোভাবে কেন্দ্র খুলে আবার বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু অর্থ ঠিকই হাতিয়ে নিয়েছে। বশিরের স্ত্রী আলেছা (৪০) নিজেও সাক্ষর দিতে পারে না। অথচ তার বাড়িতে মহিলা কেন্দ্র দেখানো হয়েছে। এ গ্রামের জয়মন (৭০), মছিরন (৩০), ফাতেমা (৪০), আজেদারা (৫০) নিরক্ষরই রয়ে গেছে। অথচ এদেরকেই শিক্ষার্থী দেখানো হয়েছে ঐ কেন্দ্রের।

শেরপুর : ঝিনাইগাতীর এসব মহিলা এখনও নিরক্ষরই রয়েছেন —জনকণ্ঠ

আসাদ মিয়ার বাড়িতে পুরুষ কেন্দ্র দেখানো হয়েছিল। সেখানকার ফজর আলী, লাল চান, ছাদেক আলী, আঃ ছামাদ, গফুর মিয়া, আহাদ আলী জানান তাঁরা কেউই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাননি। সংশ্লিষ্ট অধিদফতরের জেলা সমন্বয়কারী মোস্তার হোসেন জানান, এনজিওগুলোর কাজকর্মে তিনি তুষ্ট নন।